FEB 1 2001
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৭ ... কলাম ... ২ ...

দৈনিক সংবাদ

ফ্রি প্রেস ও শুকতারার বরাদ্দ থেকে পৌনে ২ কোটি বই কমিয়ে দেয়া হয়েছে

❏ প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক সরবরাহে ব্যর্থ দুটি প্রতিষ্ঠান

প্রফুল্ল কুমার ভক্ত ॥ বই সরবরাহ করতে ব্যর্থ হওয়ায় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) দুটি প্রতিষ্ঠানের বরাদ্দ দু দফায় এক কোটি পঁচাত্তর লাখ কমিয়ে দিয়েছে। বোর্ড ওই দুটি প্রতিষ্ঠানের বরাদ্দ আরো কমানোর চিন্তা-ভাবনা করছে। গত রোববার পর্যন্ত চাহিদার ৬৭ শতাংশ বই সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ৩ কোটি ৪৫ লাখ বই ছেপে ও বাঁধাই করে গত বছরের ৩০শে নভেম্বরের মধ্যে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের কাছে সরবরাহ করার দায়িত্ব দেয় মেসার্স ফ্রি প্রেস ও মেসার্স শুকতারা নামে দুটি প্রতিষ্ঠানকে। পরে বই সরবরাহের সময়সীমা বোর্ড গত বছরের ২০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু বর্ধিত সময়সীমার মধ্যে বই সরবরাহ করতে ব্যর্থ হওয়ায় বোর্ড বইয়ের বরাদ্দ ১ কোটি ৪৫ লাখ কমিয়ে দেয়। পরবর্তীকালে বোর্ড ওই দুটি প্রতিষ্ঠানের বরাদ্দ আরো ৩০ লাখ কমিয়ে দিয়েছে। কারণ ওই দুটি প্রতিষ্ঠান এ পর্যন্ত সরবরাহ করেছে মাত্র ৪০ লাখ বই। কার্যক্রম সন্তোষজনক না হওয়ায় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ওই দুটি প্রতিষ্ঠানের বরাদ্দ আরো কমানোর চিন্তাভাবনা করছে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড চলতি ২০০১ শিক্ষাবর্ষের প্রাথমিক স্তরের বই ছাপা, বাঁধাই ও পরিবহনের জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রচার করে। এ ব্যাপারে দরপত্র দাখিল করার সর্বশেষ তারিখ ছিল গত বছরের ৩রা আগস্ট। মোট ৭শ ৪১টি ছাপাখানা দরপত্র দাখিল করে। তাদের মধ্যে যে প্রতিষ্ঠানটি সর্বনিম্ন দর দাখিল করে, যথেষ্ট কাগজপত্র না থাকায় তার দরপত্র বাতিল করেন কর্তৃপক্ষ। বাকি ৭শ ৪০টি প্রতিষ্ঠান জোটবদ্ধ হয়ে অত্যধিক বেশি দর উল্লেখ করে।

গত বছরের ৬ই সেপ্টেম্বর বোর্ড আবার দরপত্র আহ্বান করে। তাতে দরপত্র দাখিল করার সর্বশেষ তারিখ ছিল ২৫শে সেপ্টেম্বর। এবার ৭টি প্রতিষ্ঠান দরপত্র দাখিল করে। তাদের ৬টি প্রতিষ্ঠানের দরপত্র বৈধ বলে বিবেচিত হয়। তবে সর্বনিম্ন দর দেয় মেসার্স শুকতারা প্রিন্টার্স। ওই সর্বনিম্ন দরে কাজ করতে রাজি আছে কিনা, সে সম্পর্কে জানার জন্য বোর্ড ৫টি প্রতিষ্ঠানকে চিঠি দেয়। তাদের মধ্যে শুধুমাত্র ফ্রি প্রে

পাঠ্যপুস্তক ঃ সরবরাহে ব্যর্থ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

লিমিটেড নামে মাত্র একটি প্রতিষ্ঠান সর্বনিম্ন দরে কাজ করতে রাজি আছে বলে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে জবাব দেয়। এ কারণে ৩ কোটি ৪৫ লাখ বই ছাপা, বাঁধাই ও সরবরাহ করার জন্য বোর্ড ২৬শে অক্টোবর শুকতারা প্রিন্টার্স ও ফ্রি প্রেস লিমিটেডকে কার্যাদেশ দেয়।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, আরো ১ কোটি ৫৫ লাখ বই সর্বনিম্ন দরে ছাপা, বাঁধাই ও সরবরাহ করার ব্যাপারে সম্মতি চেয়ে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ২৯শে অক্টোবর সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে। তাতে সাড়া দেয় ১শ ৮টি প্রতিষ্ঠান। কারিগরি কারণে তিনটি প্রতিষ্ঠান বাদ পড়ে যায়। পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ১ কোটি ৫৫ লাখ বই ছাপা, বাঁধাই ও সরবরাহ করার জন্য ওই ১শ ৫টি প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ দেয় ৯ই নভেম্বর। মেসার্স ফ্রি প্রেস লিমিটেড ও মেসার্স শুকতারা প্রিন্টার্সের বরাদ্দ থেকে কমানো ১ কোটি ৭৫ লাখ বই সরবরাহ করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ওই ১শ ৫টি প্রতিষ্ঠানকে।

পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের পরিসংখ্যান অনুযায়ী চলতি শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১ কোটি ৭৭ লাখ ৪৫ হাজার ৯শ ১৬ এবং তাদের জন্য বইয়ের চাহিদা মোট ৫ কোটি ৩২ লাখ ৩৭ হাজার ৭শ ৪৮। পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের গুদামে এবং বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ১ কোটি ৫৮ লাখ ৩ হাজার ৭শ ৬৩টি বই মজুত ছিল। পাঠ্যপুস্তক বোর্ড চলতি শিক্ষাবর্ষের চাহিদা মেটানোর জন্য মোট ৫ কোটি বই ছাপানোর সিদ্ধান্ত নেয়। নতুন ছাপানো বইয়ের সঙ্গে গত বছরের মজুত যোগ করার পর চাহিদা মিটিয়েও ১ কোটি ২৫ লাখ ৬৬ হাজার ১৫টি বই উদ্বৃত্ত থাকার কথা বোর্ডের পরিসংখ্যান অনুযায়ী। গত রোববার ২৮শে জানুয়ারি পর্যন্ত মোট ৩ কোটি ৫৬ লাখ ৪৮ হাজার ৩শ ৭৪টি বই বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় পাঠানো হয়েছে। চাহিদার প্রায় ৬৭ শতাংশ বই সরবরাহের পর্যায়ে রয়েছে। আগামী ২/৩ সপ্তাহের মধ্যে সব বিদ্যালয়ে বই সরবরাহ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা হয়েছে।